আমার দেশ

বুধবার ২১ মে ২০০৮, ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৫

নার্সিং পেশাজীবীদের চাকরি বিশ্বজুড়ে

ড. এম. আজিজুর রহমান

দারিদ্র্যপীড়িত ও জনাধিক্য সমস্যায় জর্জরিত বাংলাদেশের মানুষ এখন এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। এ অবস্থায় দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সরকারের বিভিন্ন কল্যাণমুখী কার্যক্রম হাতে নেয়া প্রয়োজন। কিন্তু জনগণের অসচেতনতা ও আইন-শৃঙ্খলার দুর্বলতার কারণে সরকারের ট্যাক্স আদায় থেকে উপার্জন আশানুরূপ হচ্ছে না। ফলে দরিদ্রদের জন্য রেশনিং, সাশ্রয়ী মূল্যে অন্ন, বস্ত্র, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সেবার সুযোগ দেয়া সরকারের জন্য রীতিমত দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। তাই দারিদ্র্য বিমোচনে উত্তম বিকল্প হলো কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। জনবহুল এই বাংলাদেশে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত। তাই বিকল্প হিসেবে বিশ্বব্যাপী কর্মসংস্থানের সুযোগ অনুসন্ধান করা দরকার। সারা বিশ্বে চাকরির যে বাজার রয়েছে তার মধ্যে বাংলাদেশের জন্য সম্ভাবনাময় হচ্ছে নার্সিং পেশা।

পশ্চিমা দেশ বিশেষ করে ইউরোপ ও আমেরিকায় নার্সিং পেশায় প্রায় আড়াই লাখ পদ খালি আছে। এ ধরনের চাকরির বেতন ও সুযোগ-সুবিধা অন্য অনেক চাকরি থেকেই ভালো। আমেরিকায় একজন সিনিয়র নার্স যে বেতন-ভাতা পান, তা আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সিনিয়র অধ্যাপকদের গড় বেতনের কাছাকাছি। তাই পশ্চিমা দেশের চাহিদার বিপরীতে বাংলাদেশ যদি আড়াই লাখ খালি পদের ২০ ভাগ অর্থাৎ ৫০ হাজার নার্স রফতানি করতে পারে তাহলে বাংলাদেশের বেকার সমস্যা কিছুটা হলেও দূর হবে। সেই সঙ্গে একজন নার্সের উপার্জনকৃত অর্থে যদি মাথাপ্রতি গড়ে ১০ জন লোকের ভরণ-পোষণের নিশ্চয়তা পাওয়া যায় তবে রফতানিকৃত নার্সদের আয় থেকে পাঁচ লাখ লোকের ভরণ-পোষণ সম্ভব হবে। অর্থাৎ উন্নত দেশে নার্স পাঠানোর মাধ্যমে বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচনের একটি তাৎপর্যপূর্ণ সুযোগ পাবে।

বাংলাদেশে নার্সিং পেশার চালচিত্র সন্তোষজনক নয়। প্রথমত, এ পেশার প্রতি বাংলাদেশের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক নয়। শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা সচরাচর এ পেশায় আসতে চায় না। তাছাড়া এ পেশায় যারা নিয়োজিত আছেন, তাদেরও আমাদের সমাজ ইতিবাচকভাবে মূল্যায়ন করে না। তাই কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতা সত্ত্বেও নার্সিং পেশার প্রতি বাংলাদেশের নারীদের আগ্রহ কম এবং পুরুষদের আগ্রহ নেই বললেই চলে। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশে নার্সিং পেশায় যে কারিকুলাম প্রচলিত আছে তা আন্তর্জাতিক মানের নয়। তাই বিশ্বে নার্সিং পেশার যে বাজার রয়েছে তা অনুসরণ করার জন্য বাংলাদেশের প্রয়োজন বিশ্বমানের কারিকুলাম তৈরি, এ পেশার প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ এবং বিশ্ব চাকরির বাজার সম্পর্কে বাংলাদেশের তরুণ-তরুণীদের অবহিত করা।

বিশ্বের চাকরি বাজারে বাংলাদেশের নার্সদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিশ্বমানের নার্সিং সিলেবাস তৈরি করে বাংলাদেশেই লেখাপড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। দ্বিতীয়ত, TOFEL ও IELTS পরীক্ষায় প্রয়োজনীয় স্কোর করতে হবে। তৃতীয়ত, কম্পিউটার বিষয়ে ন্যূনতম পারদর্শিতা থাকতে হবে। চতুর্থত, কথাবার্তা, আচার-আচরণ ও আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক প্রভৃতি দিক থেকে আকর্ষণীয় ও চৌকস হতে হবে। একই সঙ্গে প্রতিবেশী দেশ ভারতের মতো আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোর নার্সিং পরীক্ষা বাংলাদেশে আয়োজনের ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলেই এ পেশায় সম্ভাবনাময় বিশ্ব চাকরি বাজারে বাংলাদেশের তরুণ-তরুণীদের অনুপ্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে।

নার্সিং পেশায় সম্ভাবনাময় বিশ্ব বাজারকে ধরার জন্য যা প্রয়োজন তা সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। কারণ এ খাতে সরকারের বরাদ্দকৃত বাজেট আশানুরূপ নয়। তাছাড়া আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও লাল ফিতার দৌরাত্ম্যে এ ব্যাপারে গৃহীত কোনো পরিকল্পনার ত্বরিত বাস্তবায়নও সম্ভব নয়। এ প্রেক্ষাপটে আধুনিক মানের নার্সিং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নিতে পারে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো। দেশি-বিদেশি অনেক বিনিয়োগকারী আছেন যারা শিক্ষা খাতে বিনিয়োগে আগ্রহী। কিন্তু সেবামূলক শিক্ষা খাতকে সেবা শিল্প হিসেবে ঘোষণা না দেয়ার কারণে বিনিয়োগে জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। তাই অনতিবিলম্বে বাংলাদেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সেবামূলক শিল্প খাতের আওতাভুক্ত ঘোষণা দিয়ে বিনিয়োগকারী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সেবামূলক শিল্প খাতের আওতাভুক্ত ঘোষণা দিয়ে বিনিয়োগকারী দেশি-বিদেশি সংস্থাগুলোকে অবহিত করতে হবে। তাহলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান অবকাঠামোগত উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার মান সম্প্রসারণে কার্যকর উদ্যোগ নিতে পারবে। কারণ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া দ্রুততর হবে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সেবা শিল্প খাত হিসেবে ঘোষণা দেয়া সম্ভব হলে মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করা যাবে এবং আন্তর্জাতিক চাকরি বাজারে বাংলাদেশের ছেলেমেয়েদের অনুপ্রবেশ ত্বরান্বিত হবে।

আমাদের দেশে নার্সিং পেশা সম্পর্কে সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। তাই দেশে এ পেশা গ্রহণের ক্ষেত্রে ছেলেমেয়ে ও তাদের অভিভাবকদের অনীহা কাজ করে। কিন্তু এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি মোটেও উৎপাদনশীল মানসিকতার পরিচয় বহন করে না। সরকার ও দেশি-বিদেশি এনজিওগুলোকে এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। একই সঙ্গে যদি উন্নত মানের কারিকুলাম তৈরি ও তা প্রয়োগ করে মানসম্পন্ন নার্সিং শিক্ষা নিশ্চিত করা যায়, তবে এ মহতী পেশা বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। পুরুষ ও মহিলা নার্স উচ্চ বেতনে বিদেশে চাকরি করবে। দেশ বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারে। এতে আন্তর্জাতিক কর্মসংস্থানের বিস্তৃতি ঘটবে এবং দেশের দারিদ্র্য বিমোচন প্রচেষ্টা সফল হবে।

লেখক : ভাইস-চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি